গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টাস্কফোর্স
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ন অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এমপি মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	ঃ	২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮
সময়	ঃ	সকাল ১১:৩০ টা
সভার স্থান	ঃ	এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ ।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি সভায় উপস্থিত জনাব শামসুর রহমান শরীফ, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং জনাব নসরুল হামিদ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সিনিয়র সচিব/সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সভায় আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি শুরুতে বিগত ৩৬তম সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে কারো আপত্তি না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর তিনি যুগ্ম-সচিব (টাস্কফোর্স)-কে বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে তিনি তা সভায় উপস্থাপন করেন। অত:পর সভাপতি এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের মতামত আহবান করেন।

২.১। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ বলেন, ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে সীমানা পিলার চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। ৯৭০০ পিলারের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পিলার চিহ্নিত করা হয়েছে। বাকী অর্ধেক পিলার চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছে। এসব পিলার নদীর ফোরশোর সীমানার মধ্যে নাই। সীমানা পিলার স্থাপন কাজে ঢাকা জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএ'র মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন কর্তৃক ফোরশোর চিহ্নিত করে বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে হস্তান্তর করা হলেও জেলা প্রশাসন বর্তমানে শুধুমাত্র সিএস ও আরএস অনুসারে জরীপ পূর্বক সীমানা পিলার স্থাপন করতে চাচ্ছে। সিএস ও আরএস অনুসারে জরীপ করা হলে নদীর স্বার্থ রক্ষা হবে না। কেননা এতে বর্তমানে স্থাপিত সীমানা পিলারসমূহ ১০০-২০০ ফুট নদীর দিকে নামিয়ে ফেলতে হবে। তিনি আরও বলেন, হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-৩৫০৩/২০০৯-এর আদেশে নদী সীমানা নির্ধারণে সকল কিছু (সিএস, আরএস, নদীর তীর, ফোরশোর, লো-ওয়াটার, হাই ওয়াটার, নদীর বেড, শিকস্তি, পয়স্তি, বন্দর সীমা ইত্যাদি) বিবেচনার নির্দেশনা থাকলেও সে বিষয়গুলো বিবেচনা না করে শুধুমাত্র সিএস ও আরএস ম্যাপ অনুসরণে সংশ্লিষ্ট নদীগুলো সীমানা জরিপ সম্পন্ন করাকে একমাত্র নির্দেশনা মনে করায় যেমন জটিলতা দেখা দিয়েছে তেমনি নদী ছোট হতে আরও ছোট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমানা পিলার চিহ্নিত না করলে আদালত অবমাননার সম্মুখীন হতে হবে। আবার নদীর বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী সিএস/আরএস অনুসরণ করাও যাচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, সীমানা পিলার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে কোন সমস্যা হচ্ছে না। তিনি জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করেন যেন সীমানা পিলার চিহ্নিত করার কাজে বিআইডব্লিউটিএকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। তিনি আরো বলেন, সিদ্ধান্ত আছে, প্লাবনভূমিও রক্ষা করতে হবে।

২.২। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক বলেন, ঢাকার চারদিকের ৪টি নদীসহ কর্ণফুলী নদীর দখল দূষণ রোধকল্পে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্বলিত মাস্টার প্ল্যান হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, খালসমূহ পুনঃখননকালে hazardous toxic substance পাওয়া যাচ্ছে। এ জন্যে দীর্ঘমেয়াদী মাস্টার প্ল্যান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ১১০টি ইটিপি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জায়গা না থাকায় ইটিপি স্থাপনা করা কঠিন। এর বিকল্প হিসেবে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানান্তর করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে ইটিপি চালু রাখে না সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, সাভারে ট্যানারী শিল্প স্থানান্তরিত

হলেও ইটিপি কার্যকর করা যাচ্ছে না। ১০৫টি ট্যানারীর মধ্যে ৮০টির আবেদন পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত ৬৮টিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের প্রতিনিধি বলেন যে, ট্যানারী শিল্প সাভারে স্থানান্তর করেও কাংক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। নদী দূষণ কমছে না। আদালতের আদেশ ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এতে শুধু সময় অপচয় হচ্ছে, কাজ হচ্ছে না।

২.৩। চেয়ারম্যান, নদী রক্ষা কমিশন বলেন, ৬৬ টি খালের মধ্যে ২৬টি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি খাল অবৈধ স্থাপনামুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খালগুলোর প্রকৃত অবস্থান অনুযায়ী সকল খাল মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, খালসমূহের প্রকৃত মালিক ভূমি মন্ত্রণালয়। পক্ষে জেলা প্রশাসকগণ দায়িত্ব পালন করছেন। এ খালসমূহ মুক্ত করার জন্য ভূমিমন্ত্রণালয়ের ০১ জন অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, নদীকে রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। নদী রক্ষার কাজে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রয়োজনে তাকে খাস জমিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। নদীর সীমানার মধ্যে স্থাপনা নির্মাণ তো প্রায়শ:ই হচ্ছে। কিন্তু নদীর জমি কাউকে বরাদ্দ দেয়া যাবে না। আপত্তিকৃত পিলারসমূহের জরিপ কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ বলেন, অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করা যাচ্ছে না। এমনকি ফতুল্লার দিকে নদী সংলগ্ন এলাকায় ০৫ থেকে ১০ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিআইডব্লিউটিএ বন্দোবস্ত নিয়ে অন্য সংস্থাকে বন্দোবস্ত দিতে পারে না। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ বলেন, নদীর তীরবর্তী এলাকায় স্থাপনা নির্মাণ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ধলেশ্বরী নদী ০১ বছর আগেও ভাল ছিল কিন্তু বুড়িগঙ্গার দূষণ ধলেশ্বরীতে গড়িয়েছে। নদীর দূষণ রোধ কল্পে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন করা দরকার।

২.৪। সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় বলেন, টাস্কফোর্সের ইতঃপূর্বেকার সভায় ঢাকা শহরের খালগুলোকে প্রবাহমান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি ঢাকা ওয়াসার উপস্থিত প্রতিনিধির নিকট অগ্রগতি জানতে চাইলে চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ঢাকা ওয়াসা জানান, খালগুলো প্রবহমান করার উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, এ কাজে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। আর্থিক বরাদ্দ পেলে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় খালগুলো পুনরুদ্ধারসহ প্রবাহ ফিরিয়ে আনা হবে। এ প্রসংগে বলেন, খালের বা নদীর জায়গায় অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মূল করা না হলে নদী বা খালে বিল্ডিং/স্থাপনা নির্মিত হয়ে গেলে তখন ব্যবস্থা নিতে গেলে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়। তিনি আরো বলেন, বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণে ৫০০ জনবলের একটি টীম গঠন করা যেতে পারে। তাদের কাজ হবে নদীতে কোথায় দখল ও দুষণ হচ্ছে তা প্রতিনিয়মত মনিটরিং করা। মাননীয় মন্ত্রী এ বক্তব্যের সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করে বলেন, জনবল সৃষ্টির পাশাপাশি যানবাহন ও জলযানেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৫। শিল্প সচিব বলেন, শুধুমাত্র ট্যানারীর মাধ্যমেই নদী দূষণ হচ্ছে না, অন্যান্য শিল্প-কারখানা এবং মনুষ্য বর্জ্যের কারণেও নদী দূষণ হচ্ছে। বুড়িগঙ্গাতে ট্যানারী দূষণ ছিল ৩০% এবং অন্যান্য কারণে দূষণ ছিল ৭০%। তিনি আরও বলেন, সাভারের ট্যানারী নগরীর সিইটিপিতে কিছু ত্রুটি রয়েছে যা ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এ কাজে আরও ২-৩ মাস সময় লাগবে। মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সাভারে সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্টের বিষয়টি পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত ছিল না। এখন তা পরিকল্পনায় নেয়া হয়েছে। সাভার লেদার শিল্প নগরীর পিডি বলেন, স্ল্যাগ ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা সেখানে নেই। মাননীয় সভাপতি বলেন, সাভারের প্রজেক্টটি সঠিকভাবে করা হয়নি। এতে অনেক ত্রুটি রয়েছে। আর ২-৩ মাস পরে প্রজেক্টের কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, সবকিছু সঠিকভাবে বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে ফাইনাল বিল পরিশোধ করা হতে বিরত থাকতে হবে।

২.৬। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৬০ সনের ম্যাপের এখন আর বাস্তবতা নেই। সে ম্যাপ অনুসরণ করা হলে অনেক বিল্ডিং, ফ্যাক্টরী ও স্থাপনা ভাংতে হবে। যেখানে এখনও কোন স্থাপনা নির্মিত হয় নাই সেখানে ফোরশোর কার্যকরী করা যেতে পারে। নদী তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠা স্থাপনার বিষয়ে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠা এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেয়া কঠিন। বিআইডব্লিউটিএ বাধা প্রদান না করায় এসব গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, নদীর তীর বাঁধাই করলে দখল বন্ধ হবে। তবে Walkway নির্মাণ করে দখল রোধ করা যাবে না। তিনি অরো বলেন, কোন জায়গায় ফোরশোর অনুযায়ী নদী চিহ্নিত হবে, কোথায় ওয়াকওয়ে হবে এবং যেখানে বিল্ডিং ও স্থাপনা হয়ে গেছে সেখানে কতটুকু ছাড় দেয়া হবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। তিনি